বেঁচে থাকার কারণ

ফারজানা ইয়াসমিন

নিতুর আজ খুব মন খারাপ। আজ তার বিবাহবার্ষিকী। খুব শখ করে হাসবেন্ড সিয়ামের পছন্দের পিৎজা অডার করেছে। সিয়াম সব সময় নিতুকে বলত, কেক-টেক আনবে না তো। ভালো লাগে না।

সিয়াম জানত নিতুর কেক ভালো লাগে। তাই প্রতিবার নিতুকে নিষেধ করে, নিজেই কেক আনত। নিতুর খুশি এতে বেড়ে যেত। ৫৫ বছরের সংসার কত মায়া, কত ভালোবাসা জমা আছে। মান-অভিমানও তো কম না।

আজ পিৎজা ডেলিভারি দিতে দেরি হয়ে গেছে রুবেলের। টাকাটা পায় কিনা সন্দেহ। অনেকে দেরি হলে টাকা দিতে যেন কেমন করে। দিলেও হাজার কথা শোনায়। কিছু করার নেই। চাকরিটা খুব দরকার তার। এই চাকরির উপর তার সংসার চলে। তার ছেলেটা আজকে খুব করে বলেছে, বাবা আজ আমার জন্মদিন। আমি পিৎজা খাব। অথচ পিৎজা কেনার টাকা নেই। এদিকে সস্তা একটা দোকান থেকে পিৎজা নিবে ভেবে ছিল। কিন্তু কাজের চাপে ভুলে গেছে। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে সব। ছেলেটা আজ খুব কষ্ট পাবে।

রুবেল পিৎজা হাতে ডোরবেল বাজাল। নিতু দরজা খুলে দেখল পিৎজা ডেলিভারি দিতে এসেছে। নিতু কিছু বলার আগেই রুবেল বলল, ম্যাডাম সরি, দেরি হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় কাদা। আর প্রচুর জ্যাম। সরি ম্যাডাম।

নিতু হাত নাড়িয়ে বলল, সমস্যা নেই। টাকা নিয়ে এসে রুবেলের হাতে দিল। পিৎজার প্যাকেটটা তখনও রুবেলের হাতে। নিতু রুবেলকে বলল, খুব ইচ্ছা ছিল পিৎজা খাওয়ার। কিন্তু পারব না মনে হয়।
রুবেল বলল, ম্যাডাম খেতে পারবেন সমস্যা নেই।
নিতু আনমনে বলল, আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। কিন্তু যার জন্য আনলাম সেই তো নেই পৃথিবীতে। এটা নিয়ে যান আপনি। রুবেল কী বলবে, বুঝতে পারছিল না। নিতুর চোখে পানি চকচক করছে।

রুবেল হঠাৎ তার ছেলে রনিকে ফোন করে বলল, বাবা আজ তোমার না জন্মদিন। একজন আন্টি তোমার জন্য পিৎজা গিফট করেছেন। ওনাকে সালাম দিয়ে ধন্যবাদ বলো। আর দোয়া চেয়ে নেও। নিতু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রুবেলের দিকে।
রুবেল ফোনটা এগিয়ে দিল নিতুর দিকে। নিতু মোবাইল ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, হ্যালো।

ওপাশ থেকে রনি বলল,
–আসসালামু আলাইকুম আন্টি। আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
–ওয়ালাইকুমুস সালাম। শুভ জন্মদিন বাবা। ভালো থেকো। দোয়া রইল তোমার জন্য। অনেক বড় আর ভালো মানুষ হও। তোমার কী খেতে ভালো লাগে বাবা?
–আমি পিৎজা পছন্দ করি। কিন্তু বাবাকে আনতে বললে, বাবা সবসময়ই ভুলে যায়।

নিতু বুঝতে পারল। বাবা ভুলে যায় না। ভুলে যাওয়ার অভিনয় করে।
নিতু রনিকে বলল, আজ আর ভুল হবে না। আন্টি দিয়ে দিলাম। ভালো থেকো বাবা।
নিতুর এক ছেলে এক মেয়ে, তারা খুব ব্যস্ত। তাই আসতে পাওে নি। মেয়ে অনলাইনে একটা 'চকলেট কেক' অডার করে পাঠিয়ে দিয়েছে। মায়ের পছন্দ তাই।
নিতু রুবেলকে কেকটা দিয়ে বলল, এটা আপনার ছেলের জন্য। ও কাটলে আমার কাটা হবে।
রুবেল তাড়াতাড়ি বলল, না ম্যাডাম। তা কী করে হয়?
নিতু বলল, এমনিতেও আমি কোক কাটতাম না। নিয়ে যান। আর আমার হাসবেন্ডের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন তাকে মাফ করেন।

রুবেল কেক আর পিৎজা নিয়ে বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল রনি। পিছনে তার মা। কেক আর পিৎজা দেখে রনি তো মহাখুশি।
রুবেলের বউ এসব দেখে খুশি হলেও রুবেলকে বলল, এত টাকা এক দিনে খরচ করলে? মাস যাবে কীভাবে?
রুবেল হেসে বলল, পৃথিবীতে আজও ভালো মানুষ আছে জানো রূপা। তারপর সবকিছু খুলে বলল রূপাকে। রূপাও মনে থেকে দোয়া করল নিতু ও সিয়ামের জন্য। নামাজে বসেও তারা দোয়া করতে ভুলে নি।

একাকীত্বের মাঝেও আজ নিতু একটু সুখ পেল। এখন তার মনটা আগের চেয়ে অনেক ভালো।
তাই নিজের জন্য বা অন্যের জন্য কিছু করে আনন্দ নেওয়াই যায়। অনেক সময় মানুষ বেঁচে থাকার কারণ ভুলে যায়।